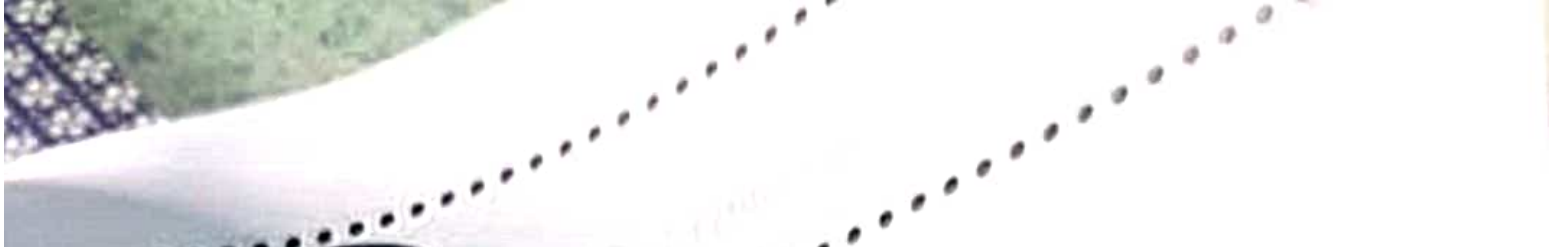

অধ্যায় ৮

মানব যৌনতা (Human Sexuality)

✣ যৌন প্রবণতা (Sexual Orientation) :

যৌন প্রবণতা বলতে একজন মানুষের কোনো একটি নির্দিষ্ট লিঙ্গের মানুষের প্রতি যে আবেগগত বা যৌন আকর্ষণ পরিলক্ষিত হয় তাকেই বোঝায়। Little William (2012)-এর মতে যৌন প্রবণতা হল "a person's emotional or sexual attraction to a particular sex (male or female)." যৌন প্রবণতাকে মূলত ছয়ভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

☐ **(১) বিষমকামীতা (Heterosexuality) :** গ্রিক শব্দ 'Hetero' এর অর্থ হল 'দুজনের অন্যজন' বা 'the other of two.' অর্থাৎ বিপরীত লিঙ্গের প্রতি যৌন আকর্ষণকেই বিষমকামীতা বলে। বিষমকামী মানুষদের 'Straight' বলা হয়।

☐ **(২) সমকামীতা (Homosexuality) :** গ্রিক শব্দ 'Homo' এর অর্থ 'সম' বা 'the same'. তাই সমলিঙ্গের মানুষের প্রতি যৌন আকর্ষণকেই সমকামীতা বলে।

☐ **(৩) উভয়কামীতা (Bisexuality) :** উভয়লিঙ্গের মানুষের প্রতি যৌন আকর্ষণকে উভয়কামীতা বলে। অর্থাৎ কিছু মানুষ আছে যারা একদিকে যেমন পুরুষদের প্রতি যৌন আকর্ষণ অনুভব করে ঠিক তেমনি মহিলাদের প্রতিও যৌন আকর্ষিত হয়ে থাকে। আবার কারোর ক্ষেত্রে দেখা যায় কোনো এক লিঙ্গের প্রতি হয় বেশি অথবা একটু কম আকর্ষণ রয়েছে। তবে উভয়লিঙ্গের প্রতি যৌন আকর্ষণ থাকাকেই বলে উভয়কামীতা।

☐ **(৪) অযৌনত্ব (Asexuality) :** কোনো লিঙ্গের মানুষের প্রতিই যার কোনো যৌন আকর্ষণ থাকে না।

□ (৫) প্যানকামীতা (Pansexuality) : এরা যেকোনো লিঙ্গ বা লিঙ্গ পরিচয়ের মানুষদের প্রতি যৌন আকর্ষণ অনুভব করে। অর্থাৎ যৌন আকর্ষণের ক্ষেত্রে এরা লিঙ্গ পরিচয় অন্ধ (Gender blind)। এদেরকে অনেক সময় উভয়কামীতারও একটি ধরন বলে গণ্য করা হয়।

□ (৬) বহুযৌনকামীতা (Polysexuality) : বিভিন্ন ধরনের যৌনতার দ্বারা আচ্ছাদিত বা বৈশিষ্ট্যযুক্ত ব্যক্তিদের যৌনতাকে বহুযৌনকামীতা বলে। এদের সমস্ত ধরনের লিঙ্গের প্রতি না হলেও অনেকের প্রতি যৌন আকর্ষণ দেখা যায়। বহু যৌনকামীতাকেও উভয়কামীতারই একটি প্রকার বলে মনে করা হয়।

প্রসঙ্গত বলা দরকার যে, যৌন আকর্ষণ (sexual attraction) এবং যৌন আচরণ (sexual behavior) কিন্তু এক বিষয় নয়। নিঃসন্দেহে কিছু মানুষের সমলিঙ্গের প্রতি যৌন আকর্ষণ থাকে, কিন্তু তাদের মধ্যে সমলিঙ্গ আচরণ দেখা যায় না। এর কারণ হল আমাদের আচরণ সমাজ সংস্কৃতির নিয়মাবিধি, মূল্যবোধ দ্বারা সর্বদা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। তাই আকর্ষণ থাকলেও আচরণে তা সর্বদা প্রকাশ পায় না। সমস্ত ধরনের লিঙ্গ প্রবণতাকে সকল সমাজ বা সংস্কৃতি কিন্তু সমান চোখে দেখে না। যেমন আমেরিকা সহ বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশ বিষমকামীতাকে স্বাভাবিক যৌন প্রবণতা বলে গ্রহণ করেছে। যদিও কিছু কিছু সমাজ বা দেশ সমকামীতার প্রতিও বিরূপ মনোভাব পোষণ করে না। যেমন প্রাচীন গ্রিসের উচ্চবিত্ত পরিবারের পুরুষরা মনে করত যে সমকামী সম্পর্কই হল সম্পর্কের সবচেয়ে উন্নত রূপ। কারণ তারা মনে করত মহিলারা হল বৌদ্ধিকভাবে অনুন্নত। এদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী বিষমকামী সম্পর্ক গড়ে তোলার উদ্দেশ্যই হল সন্তান জন্ম দেওয়া। কিন্তু 'প্রকৃত পুরুষ'রা মূলত সমকামী সম্পর্কই বেশি পছন্দ করে (Macionis 2011:229)।

✣ যৌন প্রবণতার কারণ (Causes of sexual orientation) :

মানুষের মধ্যে যৌন প্রবণতা কিভাবে তৈরি হয় সে বিষয় নিয়ে যথেষ্ট মতপার্থক্য আছে। সমস্ত ধরনের মতবাদগুলিকে দুটি প্রধান দৃষ্টিভঙ্গিতে বিভক্ত করে বিষয়টিকে পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

✓প্রথম মতবাদ : যৌন প্রবণতা হল সামাজিক বা সমাজসৃষ্ট বিষয় এবং

✓দ্বিতীয় মতবাদ : যৌন প্রবণতা হল জৈবিক। নিম্নে এই মতবাদগুলির মূল বক্তব্যকে তুলে ধরা হল—

□ **(ক) যৌন প্রবণতা : সমাজ সৃষ্ট :** এই মতবাদ অনুযায়ী যেকোনো সমাজেই মানুষ একগুচ্ছ অর্থ (meaning) তৈরি করে এবং তাই সময় ও সমাজভেদে

মানব যৌনতা সম্পর্কে ধারণাগুলির মধ্যে ভিন্নতা দেখা যায়। যেমন Michel Foucault মন্তব্য করেছেন যে, উনবিংশ-বিংশ শতকের শেষভাগের আগে পর্যন্ত 'সমকামী' বলে কোনো পৃথক মানুষের অস্তিত্ব ছিল না, কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিক থেকে বিজ্ঞানী ও সাধারণ মানুষ 'সমকামী' চিহ্ন আরোপ বা তকমা আরোপ করতে শুরু করে। তবে ফুকোর মতে ইতিহাস অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে, 'সমকামী' বলে পৃথক পরিচিতির অস্তিত্ব কিন্তু পূর্বেও ছিল। কিন্তু সমকামীরা বা অন্য মানুষরাও এই বিষয়টিকে তেমন কোনো বিশেষ পরিচিতির ভিত্তিতে চিহ্নিত করেনি।

যৌন প্রবণতা যে সামাজিকভাবে নির্মিত সে বিষয়ে নৃতাত্ত্বিকেরাও কিছু প্রমাণ তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। গবেষণায় দেখা গেছে যে, বিভিন্ন সমাজে সমকামীতার বিভিন্ন রূপ প্রচলিত রয়েছে। যেমন সাইবেরিয়ার চুক্‌চি এস্কিমো সম্প্রদায়ের মানুষদের মধ্যে এমন একটা আচার প্রচলিত আছে যেখানে একজন পুরুষ মহিলাদের পোশাক পরিধান করে মহিলাদের কাজগুলিকে সম্পাদন করতে হয়। আবার তাহিতিয়ান সংস্কৃতিতে 'মাহু' (Mahu) নামক মহিলা ট্রান্সজেন্ডারের ভূমিকা পালন করে। অর্থাৎ পুরুষসুলভ ও নারীসুলভ উভয় প্রকারের যৌন আচরণ প্রদর্শন করে থাকে। নিউগিনিয়ার পূর্ব পার্বত্য অঞ্চলের সাম্বিয়া জনসম্প্রদায়ের মধ্যে এমন একটা আচার প্রচলিত আছে যেখানে যুবক-বালকরা বৃদ্ধ পুরুষদের লিঙ্গ নিয়ে মৌখিক যৌনকর্মে (oral sex) রত হয়। কারণ এই বালকরা বিশ্বাস করে যে, বয়স্ক পুরুষদের বীর্য গ্রহণ করলে তাদের পুরুষত্ব বৃদ্ধি পাবে। বিভিন্ন সংস্কৃতিতে মানব যৌনতার এই বৈচিত্র্যপূর্ণ রূপ দেখে এটা বলা যায় যে, মানব যৌনতা ও যৌন প্রবণতার বিষয়টি হল সামাজিকভাবে নির্মিত (Macionis 2011:229-230)।

সমাজতাত্ত্বিকেরাও মানব যৌনতা নিয়ে বেশ কিছু গবেষণা করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, যৌন প্রবণতার উৎস সামাজিকীকরণের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। সাম্প্রতিককালে বিপরীত লিঙ্গের যমজ শিশুদের নিয়ে (opposite sex twins) গবেষণা করে দেখা গেছে যে লিঙ্গ নিরপেক্ষ পরিবেশেও তাদের মধ্যে সমকামীতার প্রবণতা প্রবল। তাই ছেলে মানেই তাদের মধ্যে পুরুষত্বের প্রকাশ ঘটবে এবং মেয়ে মানেই তার মধ্যে নারীত্বের প্রকাশ ঘটবে, এই গতানুগতিক ধারণা ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। আবার দেখা গেছে যে, সমলিঙ্গের যমজরা (same sex twins) যদি তাদের থেকে বয়সে বড়ো সমলিঙ্গের সহোচর ভাই বা বোনের লিঙ্গ

ভূমিকার মডেলটিকে অনুসরণ করে তাহলে সমাজ পুরুষ বা মহিলাদের সমকামী মানসিকতা বা আকর্ষণ তৈরি হওয়ার প্রবণতা অনেক কম হয়। যৌন প্রবণতা তৈরির ক্ষেত্রে সামাজিকীকরণের যে ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা সেটিকেই প্রমাণ করে (Bearman and Bruckner : 2002)।

□ (খ) যৌন প্রবণতা : জৈবিক— জৈবিক মতবাদ অনুযায়ী যৌন প্রবণতা মানুষের অন্তর্নিহিত বিষয়, অর্থাৎ জৈবিক; ঠিক যেমন মানুষ বাঁহাতি বা ডানহাতি হয়ে জন্মায়। Simon Levay মানব যৌন প্রবণতাকে মানব মস্তিষ্কের কাঠামোর সাথে সংযুক্ত করে আলোচনা করেছেন। তিনি সমকামী ও বিষমকামী উভয় প্রকারের পুরুষের মস্তিষ্ক নিয়ে গবেষণা করে দেখেন যে, উভয় ধরনের মানুষের হাইপোথ্যালামাসের (Hypothalamus) আকারের মধ্যে স্বল্প হলেও গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য রয়েছে। মস্তিষ্কের এই হাইপোথ্যালামাস হরমোন ক্রিয়াকে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে। এই জৈবিক বা শারীরিক পার্থক্যই যৌন প্রবণতার বিষয়টিকে একটা আকার প্রদান করে। অর্থাৎ যৌন প্রবণতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে হাইপোথ্যালামাসের গঠন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

কিছু জিন বিজ্ঞানী যৌন প্রবণতাকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে জিনকে দায়ী করেছেন। যেমন চুয়াল্লিশ জোড়া সমকামী ভাইয়ের উপর একটি গবেষণাতে দেখা গেছে যে, এদের মধ্যে তেত্রিশ জোড়া ভাইয়ের 'X' ক্রোমোজোমের জিনের ধরণ একটু পৃথক প্রকৃতির। আবার এই সমকামী ভাইদের বেশিরভাগ আত্মীয়ও সমকামী পুরুষ। এই আত্মীয়রা তাদের মাতৃবংশের। এই গবেষণার পর অনেক জিন বিজ্ঞানী মনে করেন যে, সমকামীদের 'Gay gene' নামক কোনো জিনের অস্তিত্ব থাকতেও পারে (Hamer & Copeland 1994)।

✣ যৌন পরিচিতি (Sexual Identity) :

যৌন পরিচিতি হল কোনো ব্যক্তির পরিচয়ের একটি উপাদান যেখানে তার যৌন স্ব-ধারণা প্রতিফলিত হয়। অর্থাৎ লিঙ্গ পরিচয়, লিঙ্গ ভূমিকা, যৌন প্রবণতা এবং যৌন স্ব-ধারণা সহ একজন ব্যক্তির যৌনসত্তা হিসাবে যে আত্মবোধ বর্তমান তাকেই বলে যৌন পরিচিতি। যৌন পরিচিতি বলতে সেই ভাষা বা তকমাকেও বোঝায় যা ব্যক্তি নিজেদের সংজ্ঞায়িত করতে ব্যবহার করে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, যৌন পরিচিতি ধারণাটি যৌন আচরণ (sexual behaviour) এবং যৌন প্রবণতা (sexual orientation)-র ধারণার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত কিন্তু এই দুটি ধারণা থেকে যৌন পরিচিতির ধারণাটি একটু পৃথক। যৌন আচরণ

বলতে ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে যে সকল যৌন ক্রিয়াগুলি সম্পাদন করে তাকে বোঝায়। আর যৌন প্রবণতা বলতে একজন মানুষের কোনো একটি নির্দিষ্ট লিঙ্গের মানুষের প্রতি যে আবেগগত বা যৌন আকর্ষণ পরিলক্ষিত হয় তাকে বোঝায়। কিন্তু যৌন পরিচিতি হল যৌন সত্তা হিসাবে ব্যক্তির স্ব-ধারণা। অর্থাৎ ব্যক্তি নিজেকে যে লিঙ্গের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করে তাকেই বলে যৌন পরিচিতি। একজন ব্যক্তির যৌন পরিচিতি সারাজীবন জুড়ে পরিবর্তিত হতে পারে এবং এই যৌন পরিচিতি তার জৈবিক যৌনতা, যৌন আচরণ বা প্রকৃত যৌন দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতেও পারে আবার নাও হতে পারে।

Judith Lorber দশ ধরনের যৌন পরিচিতির মানুষকে চিহ্নিত করেছেন (Giddens 2000:100)। যথা—

- (১) **Heterosexual Man :** যে পুরুষ নিজেকে বিষমকামী বলে মনে করে এবং বিপরীত লিঙ্গের প্রতি অর্থাৎ নারীর প্রতি রোমান্টিক ও যৌন আকর্ষণ অনুভব করে।

- (২) **Hetorosexual Woman :** যে নারী নিজেকে বিষমকামী বলে মনে করে এবং বিপরীত লিঙ্গের প্রতি অর্থাৎ পুরুষের প্রতি রোমান্টিক বা যৌন আকর্ষণ অনুভব করে।

- (৩) **Gay Man :** যে পুরুষের যৌন প্রবণতা অন্য কোনো পুরুষের প্রতি পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ এরা সমকামী পুরুষ। তাই এই পুরুষরা কেবলমাত্র অন্য পুরুষের প্রতি রোমান্টিক বা যৌন আকর্ষণ অনুভব করে।

- (৪) **Lesbian Woman :** যে নারীর যৌন প্রবণতা অন্য কোনো নারীর প্রতি পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ এরা সমকামী মহিলা। তাই এই নারীরা কেবলমাত্র অন্য নারীর প্রতি রোমান্টিক বা যৌন আকর্ষণ অনুভব করে।

- (৫) **Bisexual Man :** যে পুরুষের যৌন আকর্ষণ নারী ও পুরুষ—উভয়লিঙ্গের প্রতি পরিলক্ষিত হয়।

- (৬) **Bisexual Woman :** যে নারীর যৌন আকর্ষণ পুরুষ ও নারী—উভয়লিঙ্গের প্রতি পরিলক্ষিত হয়।

- (৭) **Transvestite Man :** যে সমস্ত পুরুষ বিপরীত লিঙ্গের অর্থাৎ নারীর পোশাক পরিধান করতে পছন্দ করে। এদেরকে তাই cross dresser বলে। অনেকক্ষেত্রে বিপরীত লিঙ্গের পোশাক পরে এই ধরনের ব্যক্তিরা যৌনসুখও লাভ করে থাকে।

○ (৮) **Transvestite Woman :** যে সমস্ত নারী বিপরীত লিঙ্গের অর্থাৎ পুরুষের পোশাক পরিধান করতে পছন্দ করে। এদেরকে তাই cross dresser বলা হয়। বিপরীত লিঙ্গের পোশাক পরিধান করার সাথে এই ধরনের যৌন পরিচিতির নারীদের এক ধরনের কামসুখ বা যৌন সুখও জড়িত থাকে।

○ (৯) **Transsexual Man :** যে সমস্ত পুরুষ জন্মের সময় পুরুষ পরিচয় নিয়ে জন্মালেও নিজেকে পুরুষ বলে মনে করে না এবং তাই নিজের লিঙ্গ পরিচিতির পরিবর্তন ঘটাতে চায় অস্ত্রোপচার করে বা হরমোন প্রতিস্থাপন করে। অর্থাৎ এরা জন্মের সময় যে লিঙ্গ পরিচিতি নিয়ে জন্মায় সেই লিঙ্গ পরিচিতির অন্তর্ভুক্ত বলে এরা নিজেদের মনে করে না। তাই হরমোন প্রতিস্থাপন করে, অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে যৌনাঙ্গের পরিবর্তন ঘটিয়ে নিজেদের যৌন পরিচিতির চিরস্থায়ী পরিবর্তন ঘটায়।

○ (১০) **Transsexual Woman :** যে সমস্ত নারী জন্মের সময় যে লিঙ্গ পরিচিতি নিয়ে জন্মায় নিজেকে সেই লিঙ্গের মনে করে না। তাই এরা চিকিৎসার মাধ্যমে হরমোন প্রতিস্থাপন করে নিজেদের লিঙ্গের চিরস্থায়ী পরিবর্তন ঘটিয়ে অন্য লিঙ্গ পরিচিতি গ্রহণ করে থাকে।

উপরোক্ত যৌন পরিচিতির প্রকারগুলির বাইরেও আরো কয়েকটি যৌন পরিচিতির মানুষ দেখা যায়। মূলত যাদের লিঙ্গ পরিচিতি বিষমকামী বা সিস্‌জেন্ডার (Cisgender) নয়। অর্থাৎ অদ্ভুত বা আলাদা ধরনের লিঙ্গ পরিচিতির মানুষদের 'Queer' বলা হয়। তবে একথাও বলা দরকার যে, যাদের জন্মসূত্রে আরোপিত লিঙ্গ পরিচিতির সাথে নিজেদের অনুভূতি মেলে না অর্থাৎ নিজেদের ঐ আরোপিত লিঙ্গ পরিচিতির বলে মনে করে না তাদেরকে মূলত 'Transgender' বলা হয়। এদের মধ্যে অনেকেই লিঙ্গ পরিবর্তন করে, আবার অনেকেই লিঙ্গ পরিবর্তন না করে 'Trans' পরিচিতি নিয়েই থেকে যায়। যেমন—Trans man, Trans Woman। এই Transgender-এর মধ্যে Third gender, Cross dresser, Transsexual-রাও অন্তর্ভুক্ত।

✣ প্রসঙ্গ : বিষমকামীতা ও সমকামীতা (Context : Heterosexuality and Homosexuality) :

যৌন প্রবণতা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে যে দুটি যৌন প্রবণতা সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সেগুলি হল বিষমকামীতা ও সমকামীতা। কারণ বিষমকামীতা হল সমাজ